দৈনিক

তারিখ 10 JAN 2017

পথশিশুরাও চায় উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ

মো. শামীম মিয়া

ইংরেজি নতুন বছরের আগমন,পুরাতন বছরের দুঃখ কষ্ট মুছে যাক, সুখী সমৃদ্ধে ভরে যাক সবার জীবন। শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, এই স্লোগানে বই বিতরণ করা হয়। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম তারিখেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে নতুন বই বিতরণ হয়েছে। নতুন বইয়ের গন্ধে আনন্দিত সব শিক্ষার্থী। বই পাওয়া শিশুদের পবিত্র হাসি দেখলেই বুঝা যায়, এরাই জাতির কর্ণধার, দেশের ভবিষ্যৎ, এক ভাস্বর জ্যোতি। এরাই একদিন আমাদের এই দেশটা পরিচালনা করবে। গড়বে জাতির জনকের সোনার বাংলাদেশ। একদিকে নতুন বই পেয়ে যখন আনন্দিত ভাগ্যবান শিশুগুলো, তখন অন্যদিকে খাদ্যের সন্ধ্যানে ব্যস্ত কিছু শিশু। এরা হতদরিদ্র, বসতহীন, পথশিশু বা পথকলি। এরা দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে, অবহেলা, অনাদর ও অযত্নে বেড়ে ওঠা মানুষ। এরা মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও, মানুষের প্রায় সব রকম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এরা জন্মের পর থেকে মা-বাবার ভালোবাসা আদর স্নেহ থেকেও বঞ্চিত। এরা ময়লা আবর্জনা কুড়িয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। আজকের এই সমাজে তারাই যেন সর্বোচ্চ অবহেলিত শিশু। সরকারের দৃষ্টি থাকলেও অহরহ সৃষ্টি হচ্ছে পথশিশু। গুণীজনরা বলেন, পথশিশুদের শারীরিক,মানসিক, বিকাশে যেমন অন্তরায়, তেমনি যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিশুশ্রমিক থেকে আজ তরুণ শ্রমিক। শুধু দূর থেকেই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে মানুষের নিষ্ঠুরতা। সহায়তা দূরের কথা সান্ত্বনা পর্যন্ত পাইনি কারোর। আমার মতো লাখ লাখ শিশু সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত। শুধু অসাধু কিছু কর্মকর্তার জন্য। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক, আমরা চাই মৌলিক অধিকার। শিক্ষা চাই, ভিক্ষা নয়। আমি আজ কয়েক লক্ষ পথশিশু, শিশুশ্রমিকের পক্ষ হয়ে এই পত্রিকার মাধ্যম আমাদের দুঃখ কষ্ট জানাতে চাই, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা দেশরত্ন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে। কেন না আপনি ছাড়া আমাদের পাশে কেউ দাঁড়াবে না জানি। আপনার জীবন যে জাতির জনকের আদর্শে গড়া। আপনি আমাদের আশা, ভরসা। মাতা, আপনি জানেন, ইতোমধ্যে রাজন রাকিবসহ অনেকে তাদের মূল্যবান জীবন দিয়ে বুঝিয়েছে, আমরা শিশুশ্রমিকরা কতটা কষ্টে বা নিষ্ঠুরতার মধ্যে আছি। আমরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত সব শিশু আপনার মমতামাখা আঁচলের ছায়ায় আশ্রয় চাই। আমরা আর এই সমাজে, পথশিশু হয়ে থাকতে চাই না। কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে খাবার খেতে চাই না, রাতে পথে-ঘাটে ঘুমাতে চাই না। আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চাই,গড়তে চাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ। চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে। তাই আমরা অধিকারবঞ্চিত পথশিশু বা শিশুশ্রমিকদেরকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ। আমরা কয়েক লাখ অধিকারবঞ্চিত শিশু বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বছরে পথশিশু, শিশুশ্রম রোধে আপন একটি ইতিহাস সৃষ্টি করবেন সুদৃষ্টি দিয়ে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, জুমারবাড়ী আদর্শ কলেজ,সাঘাটা, গাইবান্ধা